Journal of Sustainable Learning and Development (JSLD)

ISSN: 2791-0881 (Print), ISSN: 3079-0565 (Online), Volume-05, Issue-01, June, 2025
A multidisciplinary journal of Bangladesh Center for Research and Planning (BCRP)

নজরুল কাব্যে জাগরণী সুর*

ড. মোঃ মহিবুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

চাবিশব্দ:

নজরুল কাব্য,

বিদ্রোহ,

হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য,

মানবিকতা,

বাঙালির

মুক্তিকামনা

সার-সংক্ষেপ: বৃটিশ শাসন-শোষণে পৃষ্ট, অসহায় মুহ্যমান হতবল ভারতবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যে ক'জন অসামান্য মানুষ, তাদের মধ্যে বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম।এই মহান কবি সেদিন তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিলেন। তিনি সকল শ্রেণি-সম্প্রদায়-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন।তিনি উপলব্ধি করেন ভারতের সমগ্র মানুষ, বিশেষ করে দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিম যদি তাদের সমুদয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে বৃটিশরা এদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য।কিন্তু সেখানে ক্রমবর্ধমান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় দুই প্রধান সম্প্রদায়ের কুপমুণ্ডকতা তথা সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ভেদাভেদ প্রথা; নজরুল ভারতবাসী দুই সম্প্রদায়ের কুপমণ্ডতাকেই আঘাত করেছেন এবং স্বাধীন সত্তায় শির উঁচু করে দন্ডায়মান ও মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।তবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কবির ভারতীয় তথা বাঙালি হিসেবে সকল ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশার মানুষকে জাগানোর দায়বদ্ধতার কথা বিশ্লেষণ করা প্রসঙ্গে ভারতবাসীকেই জাগানোর কথা উপস্থাপন করা হয়েছে।

শৈশব কালেই কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে ইসলামি আদর্শের প্রতিবিম্বন ঘটে।ফলে সহজেই তিনি ইসলামের নামে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে মোল্লাদের ফাঁকিবাজি, ভন্ডামি ধরতে পেরেছিলেন।অন্যদিকে নিজে সৈনিক হবার কারণে যুদ্ধের নির্মম হত্যাযজ্ঞ, মানবিক অবমূল্যায়ন প্রত্যক্ষ করেন।ফলে তিনি অনুভব করেন মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিকতার উদ্বোধন জীবনের একমাত্র সত্য কথা।পরাধীন ভারত মাতার ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।ফলে এদেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মুক্তি এবং অবহেলিত অধঃপতিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলিম জাতির আত্মোন্নয়নে তিনি লেখনি ধারণ করেন।দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত মাত্র বাইশ বছরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন।উপরন্তু তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রকার ও অভিনেতা ছিলেন।একাধিক পত্রিকার সম্পাদক, কবিতা আবৃত্তি, গান গেয়ে, বক্তৃতা করে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে একদিকে যেমন

তিনি পরাধীন জাতির মনন-চিন্তায় মুক্তিস্ফুলিঙ্গ জাগিয়েছিলেন ভারতবাসীর চেতনায় তেমনি পাশাপাশি বাংলার মুসলিম জাতিকেও নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।ভারতের বিচিত্র জনস্রোতকে হাজার নদীর ধারার মতো মহাসাগরের বুকে ঢেলে একীভূত করার উদ্দেশ্যে কবি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।সে কারণেই সকল মানুষই ধর্মীয় গোড়ামি, ধর্মীয় ভন্ডামি, মোল্লাতন্ত্র, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলামের শাণিত ও ক্ষুরধার বক্তব্য প্রকাশের জন্যে সমকালিন ধর্মীয় পন্ডিতবর্গ কখনো কখনো তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন কিংবা কুফরি ফতোয়া দিয়ে তাঁর মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করেছেন।তিনি বিদেশি বেনিয়া ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে এদেশীয় সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের আত্মবোধন ও আত্মোন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছেন।কারণ অবসাদগ্রস্ত ও হীনমন্যতাবোধে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলিম এককভাবে ব্রিটিশ শাসক-শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না এ সত্যটি অনুভব করে তিনি বাঙালি-অবাঙালি সকলকে এক কাতারে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন।তাঁর রাজনীতি চর্চা, চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, অভিভাষণ-প্রতিভাষণ ও কাব্য সর্বোপরি তাঁর সাহিত্য-দর্শনে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক উদার মানবিক।তবে একথা স্বীকার্য, তিনি হিন্দু জাগরণ থেকে নিস্পেষিত নিপীড়িত বাঙালি মুসলিম সমাজকে শিক্ষা নেবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

কবি নজরুল ইসলামের রচনায় অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বর্ণিত হবার কারণে অনেক সময় তাঁকে স্বজাতি কর্তৃক অপমানিত হতে হয়।তিনি ব্যক্তি জীবনে ইসলামি আদর্শকে সত্য জেনেছেন, কিন্তু অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়কে কখনো ছোট করে দেখেননি।এটা ইসলামেরই শাশ্বত বাণী।ইসলাম বলে মানুষ জন্মগতভাবে সমমর্যাদা সম্পন্ন।এজন্যই তিনি মানুষকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়ে 'মানুষ' কবিতায় বলেছেন:

> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্←
> নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
> সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

তাই শাশ্বত মানবিক অনুভূতি সম্পন্নএ মানুষটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার বঞ্চিত, লাঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।অর্থাৎ যেখানে মানুষের অবমূল্যায়ন লক্ষ করেছেন সেখানেই প্রতিবাদী হয়েছেন।তাঁর সাহিত্য জীবনে ইসলামি ঐতিহ্যের ব্যাপক রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যহারা, হতাশাগ্রস্ত, কুসংস্কারে নিমজ্জিত বাঙালি মুসলিম জাতি ইসলামি আদর্শের সত্য-ন্যায়ের পথের সন্ধান লাভ করে।তারা ভাবতে শেখে সকল ধর্মের মর্মবাণীই হলো জাগ্রত মানবতাবাদ।

স্বাধিকার অর্জনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-মুসলিম সমাজের মুক্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা; ইসলামি আদর্শ-নীতি প্রচার, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগণের জীবনালেখ্য, ইসলামের গৌরবান্বিত অতীত ঐতিহ্য স্মরণ, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতির মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে বিশ্বের সকল জাতির উর্ধ্বে অবস্থান করানো ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।ভারতীয় সকল সম্প্রদায়কে তিনি

তাদের নিজ নিজ ধর্মের চিরন্তন মর্মবাণী উপলব্ধি করে মানবিক চেতনায় ও অধিকার রক্ষায় উজ্জীবিত হতে বলেছেন।কারণ স্রষ্টা তার সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান- একথা উপলব্ধি করে তিনি বলেছেন : স্রষ্টাকে খোঁজা আপনারে তুমি আপনি ফিরিছে খুঁজে'কিংবা 'শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে'। সংকীর্ণমানসিকতা পরিহার করে মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন:

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া, জেরুজালেমএ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্জিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়,
এইখানি বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

অসহযোগ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর চরকা দর্শন এবং স্বরাজের চিন্তা-চেতনায় প্রাথমিক পর্যায়ে নজরুল ইসলামের সমর্থন থাকলেও পরবর্তী সময়ে এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ উক্তি করেন 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'সব্যসাচী','পূজা অভিনয়' ইত্যাদি কবিতায়।জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধ ঈমানের অঙ্গ। প্রতিবেশি মুসলিম দেশ যখন বহুবিধ ত্যাগ ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিচ্ছে তখন রাজনীতি বিমুখ হিতাহিত জ্ঞান বর্জিত কাপুরুষ বাঙালি মুসলমান সমাজ স্বাধিকারের পরিবর্তে গোলামিকে শ্রেয় মনে করছে।ফলে কবি নজরুলের মনে তীব্রভাবে গভীর বেদনা প্রকাশ পেয়েছে 'আনোয়ার'কবিতায়- 'ইসলামও ডুবে গেল, মুক্ত স্বদেশও নাই!'।'বোধন'কবিতার চির যৌবন আশান্বিত এ মানুষটি নিস্প্রভ, ঘুমন্ত এ জাতির কর্ণরন্ধ্রেমুখ রেখে অপরিসীম আশ্বাসে বলেছেন:

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুস্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।
কেঁদো না, দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুস্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।

ব্রিটিশ শাসক ও শোষকের যাতাকলে বাংলার মুসলমান তথা সমগ্র ভারতীয় জনজীবন সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে মানুষ নিস্পেষিত, নিগৃহ, বঞ্চিত এককথায় প্রতিনিয়ত মানবাত্মা অবমূল্যায়িত হতে থাকে।কবি শুধু মুসলিম স্বাধিকার চেতনায় নিমগ্ন থাকেননি; বরং ভারতীয় সকল ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সমন্বিত শক্তির উজ্জীবনে সমগ্র সাহিত্যিক জীবন নিয়োজিত রাখেন।হাজী শরীয়তুল্লাহ'র ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের বাঁশেরকেল্লা আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ সবই ইংরেজদের শঠতা, চতুরতা, ষড়যন্ত্রেগতিহীন হয়ে পড়ে।এমনকি সংযত রাজনীতিতে বিশ্বাস্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ক সমস্যায় আবেদন নিবেদন ও আপোষকামীতায় এদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় বলে তিনি অনুভব করেন।ফলে তিনি দলমত নির্বিশেষে তরুণদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে 'সেবক' কবিতায় বলেন:

নাজাত-পথের আজাদ মানব নেই কি রে কেউ বাঁচা,
ভাঙতে পারে ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষের খাঁচা?'[৬]

সহজ পথে ইপ্সিত স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয় জেনে তিনি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন।কাজী নজরুল ইসলাম'আমানুল্লাহ'কবিতায় ভারতীয়দের স্বাধিকার অর্জনের জন্যে আমানুল্লাহর মতো বীরকে কামনা করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলেন:

নাই সে ভারত মানুষের দেশ← এ শুধু পশুর কতল্ল াহ←[৭]

কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহের বাণী'কবিতায় ভারতভর্ষের পূর্ণস্বাধীনতা কামনা করে বলেন:

আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন র্কব দেশ←
এ দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি র্মব শেষ[৮]

অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের কবিতা গুলোতে তাঁর জীবনী শক্তির উজ্জীবনে ব্রিটিশ শাসকের ভিত কেঁপে ওঠে।শুধু তাই নয়,'বিষের বাঁশী', 'প্রলয় শিখা', 'ভাঙার গান', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা', 'জিঞ্জির', 'রুদ্রমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ গুলো সমকালিন এক একটি অগ্নিবীণা হিসেবে ধরা পড়ে।'কামাল পাশা'কবিতায় বিদেশী শাসকদের পিশাচ, গৃধ্নু, পশু-জানোয়ার, কুকুর, দুশমন, জালিম অত্যাচারী ইত্যাদি বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।দেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠ এবং আল্লাহ-তাআলার প্রতি অবিচল বিশ্বাসের ফলে কবি নজরুলের পক্ষে সহজেই শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে এরূপ ভাষার প্রয়োগ সম্ভব হয়েছিল।চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন সত্যনিষ্ঠভাবে সবাই যদি একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে নিরস্ত্র হয়েও ভারতবাসীর আধুনিক অস্ত্রধারী ব্রিটিশ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব:

দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।[৯]

বিদ্রোহী'কবিতায় স্বাধীন মাতৃভূমির আকাঙ্ক্ষায় তিনি বলেন:

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাশে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত[১০]

ব্রিটিশ রাজরোষ ও রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে কবি স্বাধীনতার জয়গান করেছেন।ফলে ব্রিটিশ শোষক কর্তৃক তাঁর রচনা বাজেয়াপ্ত হয় এবং বিভিন্নভাবে তিনি নির্যাতন-নিপীড়ন ও কারাবরণ ভোগ করলেও পরাধীন মাতার ক্রন্দনে তাঁর হৃদয় কাল বোশেখি ঝড়ো হাওয়ার মতো উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।নজরুলের অগ্নিব্রত বিদ্রোহ দেশমাতৃকার জন্য, বিদেশি শাসনে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও ধনিক শ্রেণি শোষিত অধিকার বঞ্চিত অসহায় নিম্ন শ্রেণির মানুষের জন্যে।সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের তেত্রিশ কোটি মানুষের অধীনতা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল।সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল যে শাসক-শোষক শ্রেণি তাদের বিরুদ্ধেই তিনি জীবনব্যাপি সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করেছেন।ফলে শাসক-শোষক শ্রেণির নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে তিনি আপামর জনসাধারণকে স্বাধীকার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।তাঁর 'মুক্তি-কাম' কবিতার স্বাধীকার চেতনায় উজ্জীবিত হবার বিক্ষুব্ধ আহবান পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে:

জীবন থাকিতে "ম'রে আছি"ব'লে পড়িয়া আছিস্ মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে←
রক্ত-মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকি,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি' বল্ ডাকি←[১১]

ব্রিটিশ শাসনের পরাকাষ্টায় প্রতিনিয়ত ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালিদের বলি হতে দেখে মানবতার তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনার এ মানুষটির হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে।ফলে ব্রিটিশ নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দল-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নিপীড়িত মানুষের মুখে তিনি প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছেন এবং ভীরুতা, কাপুরুষতা ও কুসংস্কারকে পরিত্যাগ দূর করে নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।'ভাঙার গান' কবিতায় কবি ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ কারার লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেলার জন্যে জোরালো আহবান জানিয়েছেন:

লাথি মার, ভাঙ্ রে তালা←
যত সব বন্দী-শালায়
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি[১২]

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার লাঞ্চিত-বঞ্চিত মানুষের আত্মশক্তির উজ্জীবন কামনা করেছেন।তিনি তাদের বাহ্যিক স্বাধীনতা হারালেও অন্তরের স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন।কারণ তিনি অনুভব করেন আজকের নির্যাতিত মজলুম ব্যক্তিরাই আগামী দিনে রাষ্ট্রের ভার নিতে পারবে।বিদেশি শাসক যে কোনো দেশের জন্য কল্যাণকর নয়।ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থচরিতার্থে দেশের মানুষকে ক্রীড়নক ভেবে তাদের উপর নির্মম অমানবিক নির্যাতন চালায়।তারা স্বাধীনতাকামী বীরদের নির্যাতন ও নির্বাসন দেয়; কোমলমতি শিশুদের উপর চালায় অত্যাচার ও জোরপূর্বক মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী।তাই ব্রিটিশদের কাঁচা কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার মতো সাহস দেখিয়েছেন কবি তার 'দুঃশাসনের রক্ত-পান' কবিতায়:

শত্রুরে পেলে নিকটে ভাই
কাঁচা কলিজাটা চিবিয়ে খাই[১৩]

'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় কবি ঘুমন্তবীরদের আত্মার পূণর্জাগরণ কামনায় বাংলার দামাল সন্তানদের উজ্জীবিত করে সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন:

হইল প্রভা বিংশ শতাব্দীর
নব-চেতনায় জাগো জাগো, ওঠ বীর←
নব ধ্যান নব ধারণায় জাগো,
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির,
সর্ব-বন্ধ-মুক্ত জাগো হে বীর←[১৪]

'উদ্বোধন', 'পাগল পথিক', 'জাগরণী', 'সাবধানী ঘণ্টা', 'সত্য-কবি', 'রক্ত-পতাকার গান', 'জাগর-তূর্য', 'জীবন বন্দনা', 'তরুণের গান', 'ভোরের সানাই', 'যৌবন-জল-তরঙ্গ', 'আমি পাই তারি গান', 'যৌবন' ইত্যাদি কবিতায় কবি নজরুল বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য সকল নিপীড়িত-বঞ্চিতদের এবং অসহায়-অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে নব উদ্যমে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন শোষণের যাতাকলে পিষ্ট বাঙালি তরুণ মুসলিম সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং স্বাধিকার অর্জনে জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।তিনি 'সেবক' কবিতায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতিকে শির উঁচু করে দাঁড়াতে এবং কারও অধীনতা স্বীকার না করে একমাত্র আল্লাহ-তাআলাকে একক কর্তা ভেবে পরাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গকরতে উৎসাহিত করেছেন:

"বন্দী থাকা হীন অপমান!" হাঁকবে যে বীর তরুণ,
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজার, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের[১৫]

অনুরূপভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কেও তিনি উজ্জীবিত হবার আহবান জানান 'রক্তাম্বর-ধারণী মা কবিতায় হিন্দু সমাজের অসামঞ্জস্য, অকল্যাণ, দৈন্য, বিচিত্র্যহীনতা, জড়তা, অন্ধতা, দৈন্য, ক্লীবত্ব ও আত্মবিস্মৃতি দূর

করে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার জন্যে মহাশক্তিকে চণ্ডীরূপে আহবান করেছেন।তিনি মনে করেন চণ্ডীরূপে বিপ্লবীই ধ্বংসের বুকে নূতন সৃষ্টি জাগাতে সমর্থহবে:

দেখা মা আবার দনুজ-দলনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ;
দেখাও মা ঐ কল্যাণকরই
আনিতে পারে কি বিনাশ-স্তূপ।
শ্বেত শতদল-বাসিনী নয় আজ
রক্তাম্বর-ধারণী মা,
ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা[৬]

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বাঙালি মুসলিম জাতি নয় বিশ্বের সকল নিপীড়িত স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে ভারতবর্ষথেকে কামাল পাশার সাহায্যে দশ হাজার সৈনিক পাঠানোর আহবান জানিয়েছেন 'রণ-ভেরী' কবিতায়।এখানে তিনি মুসলিমদের 'শহীদান বীর বাচ্চা' বলে অভিহিত করেছেন:

মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর বাচ্চা←
মরি জালিমের দাঙ্গায়←
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি, 'জয় স্বাধীনতা' গাই[৭]

কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি, সর্বহারা সাধারণ জনগণের কবি।সাধারণ অসহায়-নিরন্ন-কৃষাণ, চাষী-শ্রমিক, তাঁতি, জেলে জাতির জীবনালেখ্য তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত; তাদের অধিকার আদায়ে তিনি নিরন্তর বিদ্রোহ করেছেন অনিয়মতান্ত্রিক পুঁজিবাদী-ধনিক শ্রেণির।'জাগরণ' কবিতায় নিপীড়িত-বঞ্চিত জনগণকে শক্ত হাতে তাদের পশুত্বের মুখোশ খুলে ফেলার আহবান জানিয়ে বলেন:

টান মেরে ফেল্ মুখোশ তাদের, নখর দন্ত লয়ে
বেরিয়ে আসুক মনের পশু বনের পশু হয়ে[৮]

আবহমান কাল থেকেই বাঙালি জাতির অর্থনীতি কৃষিনির্ভর।কৃষিই এদেশবাসীকে স্মরণীয়-বরণীয় করার পাশাপাশি এদেশকে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী করেছে।বাংলার চাষীরা চিরকালই সংবেদনশীল।অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রকৃতির নিত্য লীলাখেলার সাথে যুদ্ধ করে গায়ের ঘাম ঝরিয়ে সন্তান স্নেহে ফসল উৎপন্ন করে।বাংলার উর্বর মাটি থেকে সোনালি ফসল ফলানো কারিগর গৌরবান্বিত কৃষকেরা জমিদার, মহাজন, ধনিক-বণিক সমাজের প্রতারণায়-শোষণের কারণে সর্বশ্রান্ত, পর্যুদস্ত ও অসহায়।তিনি 'ফরিয়াদ' কবিতায় বলেন:

মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন←[১৯]

কবি নজরুল চাষী ও শ্রমিক শ্রেণির আত্মোউন্নয়ন ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বলেছেন 'সর্বহারা', 'ফরিয়াদ', 'শ্রমিকের গান', 'ওঠরে চাষী', 'শ্রমিক মজুর', 'গরিবের গান' ইত্যাদি কবিতায়।চাষী-শ্রমিকদের কষ্টার্জিত ফসলের উপর ভাগ বসিয়ে যারা ধনী হচ্ছে, নিপীড়িত কৃষকের হাঁড়ির ভাতে হাত দেয়; কবি নজরুল 'কৃষাণের গান' কবিতায় সে সব প্রতারক, শাসক-শোষক, শয়তান এজিদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন:

আর সেই খুনে যে ফল্ছে ফসল, হ'ছে তা শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান←
আজ চারিদিক হ'তে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল।
আজ জাগ্ রে কৃষাণ, সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।[২০]

উপর্যুক্ত কাব্যাংশে নিহিত মর্মবাণীতেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জাগরণ লক্ষণীয়।কবি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের উৎস এক ও অভিন্ন।জাগতিক স্বার্থান্ধ একশ্রেণির মানুষ তাদের আত্মস্বার্থেবিলাসী জীবনের আয়োজনে সমাজের আপামর মানুষকে শতধা বিভক্ত ও হতবল করে শোষণের রাজপথ নির্মাণ করে।অতএব আপামর মানুষ সম্মিলিতভাবে উজ্জীবিত হয়ে সমাজের সেই কতিপয় অর্থগৃধনুদের পরাস্থ করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'কৃষকের ঈদ' কবিতায় মুসলিম কৃষক সমাজের প্রতি ঈদগাহের ইমামের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বলেছেন। আত্মবিহবল হতাশাগ্রস্ত কৃষকদের হৃদয়ে আশার বাণী শুনিয়ে তাদের প্রতিবাদের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ইমামের প্রতি আহবান করেছেন।ইসলাম সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত, অসহায়-বঞ্চিত মানুষদের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ও চিরকাল সত্য-ন্যায়ের পথে চলতে উৎসাহিত করেছে।তাই ধর্মীয় নেতাদের কৃষক, শ্রমিক, কুলি, মজুরসহ নিপীড়িত মানুষের সামনে ইসলাম ধর্মের সর্বজনীন আদর্শ ও মহিমা প্রচারের কথা বলেছেন; কারণ এতে নিপীড়িত মানুষগুলো মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হবে এবং সত্য-ন্যায়ের পথের সন্ধান পাবে।তোতা পাখির মতো কুরআন তেলাওয়াত ও নামায-রোযায় ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এলেও জাতির জন্য কল্যাণকর নয়:

নিঙাড়ি' কোরান হাদীসও ফেকা; এ মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে←
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,

হায় তোতাপাখি← শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি?[১]

কাজী নজরুল ইসলাম অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মুক্তি কামনা করলেও হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজই তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল।তিনি অনুভব করেন 'বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ।[২২] আর এ কারণেই তাঁর প্রতি সকলের আক্রোশ।তিনি মুসলিম জাগরণের অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করেন।তিনি জানতেন আজকের মুসলিম সমাজ অসত্যের অন্ধ অমানিশায় নিমজ্জিত, ধর্মের নামে ভন্ডামী, মিথ্যা-কলুষিত, পুরাতন-জীর্ণকুসংস্কারে আবদ্ধ।এ সম্পর্কে 'রীফ-সর্দার' কবিতায় বলেন 'কাঠ-মোল্লার মৌলবীর যুজ্‌দানে ইসলাম কয়েদ।[২৩] তিনি 'হবে জয়' কবিতায় ঘুণেধরা ঘুমন্ত এ সমাজকে জাগাতে চরম ভাবে আঘাত করে বলেন 'চাহি না জানিতে - বাঁচিতে অথবা মরিবে তুমি এ পথে।[২৪] অনুরূপভাবে অপর প্রধান সম্প্রদায়টিও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অনগ্রসর।কাজী নজরুল ইসলাম দানব শক্তির বিরুদ্ধে মানবত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন জীবনের সৃষ্টি কামনা করেছেন:

রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ মহারণ,
দশ দিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ।
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাঘিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর← ২৫

তিনি এটাও অনুভব করেন যে, মুসলিম সমাজের আত্মজাগরণের উপরই সমগ্রঅসহায় ভারতবাসী তথা বাঙালির স্বাধিকার অর্জন সম্ভব।কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা সুপরিকল্পিত ভাবে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় এবং স্বীয় স্বার্থউদ্ধারের নিমিত্তে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ইন্ধনে ভূমিকা রেখেছে।ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিমদের প্রতি একদিকে ব্রিটিশ শাসকের বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকের আনুকূল্যে শিক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশীল হিন্দুর সাথে নানাবিধ মতবিভেদে মুসলমানদের শক্তি, প্রাণের অপচয় ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় কবি নজরুল ইসলাম বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক চেতনা পরিহার করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে মিলিতভাবে ব্রিটিশ শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহবান জানিয়েছেন:

যে-লাঠি আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া←
প্রভাতে হবে না ভায়ে-ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ- জেগেছে তো তবু- বিজয়-কেতন উড়া←
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পুড়া←[২৬]

মোল্লা-পুরোহিতদের নিজ স্বার্থেপ্রচারিত ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ভেঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম সকলকে ধর্মের প্রকৃত উদারতার বানী শুনিয়েছেন।তাঁর চিন্তা-চেতনায়, অনুভবে, একথাই সর্বদা ধ্বনিত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার মধ্যেই স্রষ্টার নৈকট্য প্রাপ্তি সম্ভব।'ঈশ্বর'কবিতায় বলেছেন- 'সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি।[২৭]'সাম্যবাদী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য', 'মিলন গান'ইত্যাদি কবিতায় তিনি ¯্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য সকলকে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়াতে আহবান করেছেন।'যা শত্রু পরে পরে'কবিতায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব পরিহার করে স্বাধিকার অর্জনের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন:

ঘর সামলে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুস্লেমিন←
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন←
ধর্ম-কলহ রাখ্ দু'দিন←[২৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি বিশ্লেষণে তদানীন্তন ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে যে ভারতবাসীর মানবিক সম্পর্কের ফাটলে স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়েছে, তার প্রতি কটাক্ষ করছেন কবি। কোনো ধর্মই মানুষের জন্যে অকল্যাণকর নয় এবং সত্যিকার ধর্মমানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে, কিন্তু মোল্লা-পুরুতদের সীমাবদ্ধতায় তার ভুল ব্যাখ্যা ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।ফলে মানুষে মানুষে হিংসা, ঈর্ষা, দ্ব›দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত বাড়ে এবং এই সুযোগে শোষণের যাতাকল বাড়িয়ে দেয় স্বার্থলোভে।যারা না বুঝে কোন্দল করে তারাই ধন্য হয়।ভারতের হিন্দুমুসলিমদের অবস্থা বৃটিশ বেনিয়াদের কারণে হয়েছিল; তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের জাত-পাতের বালাইও যে ভারতবাসীকে খন্ড-বিখন্ড করে শত্রুর মোকাবেলায় দুর্বল করে ফেলেছিল সেকথাও 'জাতের বজ্জাতি' কবিতায় তিনি বলেছেন:

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছো জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত কি ছেলের হাতের মোয়া?
হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি- ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'খান![২৯]

কাজী নজরুল ইসলাম অনুভব করেন 'বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।[৩০] তিনি বাঙালি মুসলমানদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের জন্যে মোল্লা সমাজকে দায়ী করেন।তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতায় এদেশীয় মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ঘটে।তিনি অনুভব করেন, মুসলিম সংস্কৃতি মূলত আরবি, ফার্সি, উর্দুভাষাতে বিদ্যমান বলে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে।এ তিন ভাষার প্রতি তাদের মননচিন্তায় বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে।ফলে তারা তোতা

পাখির মতো শিখানো বুলি নিত্য আওড়াচ্ছে।ফলে বাঙালি মুসলমানেরা তাদের অতীত, ঐতিহ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে।অন্যদিকে বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অতীত গৌরবান্বিত ইতিহাস ও উদার মননের মহিমা রয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায় অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। ফলে হিন্দু সমাজ তাদেরকে ভাসমান সম্প্রদায় ভেবে বিরূপ আচরণ করে চলেছে।অথচ হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কার-সংস্কৃতি সভ্যতা, শাস্ত্রগুলো বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের সভ্যতা সম্পর্কেঅবহিত করে চলেছে।বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্য হলেও অধিকাংশ অশিক্ষিত। কবি নজরুল মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কেমুসলমানদের অনুভূতি ও রুচির সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য রচনা করে তাদের শীতল মনস্তাত্তিক শিরাগুলোয় আঘাত করে জানিয়েছেন তারা বাংলায় অপাংক্তেয় জাতি নয়, তাদেরও অতীত গৌরবান্বিত ইতিহাস সংস্কৃতি-সভ্যতা রয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম অনুভব করেন ‘পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে।ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি।এক মাঠে আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়- শ্রেষ্ঠ।[৩১] তাই নিগৃহীত, বঞ্চিত, নিপীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের পশুদের মতো সংখ্যাধিক্যের নির্জীবতায় তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়।এছাড়া তিনি অনুভব করেন, মুসলমান সম্প্রদায় শিয়া, সুন্নিসহ বিভিন্ন মত-আদর্শের অনুসারী, রাষ্ট্রীয় পরিচয় (যেমন মোগল, পাঠান, তুর্কি ইত্যাদি) ও সামাজিক পদমর্যাদার বিশ্বাসে (যেমন- মণ্ডল, সৈয়দ, চৌধুরী, মোল্লা, সেখ ইত্যাদি) বিভক্ত হয়ে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা, কলহে লিপ্ত হয়ে সমন্বিত জনশক্তির সর্বশক্তিকে দুর্বল করছে।এক্ষেত্রে বিভাজন নয়, ঐক্যবদ্ধ সমন্বিত শক্তির মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মোন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি অনুভব করেন এবং একইভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে গড়ে ভুলে বৃটিশ তথা মানবতা বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করার আহবানও কবি করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম সমাজ ইসলামি সংস্কৃতির উৎসভূমি আরব, ইরাক, ইরান, তুরস্কের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং তাহ্জীব, তমদ্দুন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে।তিনি ইসলামি আদর্শের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবান্বিত ইতিহাস অধঃপতিত বাঙালি মুসলমানদের জানানোর অভিপ্রায়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবনালেখ্য এবং কারবালা, আযান, ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়গুলো তাঁর রচনায় তুলে এনেছেন।একই সঙ্গে বিশ্বের ইসলামি রাষ্ট্র শক্তির পুনরুত্থানে প্রয়াসী মুসলিম নেতৃবৃন্দ, ইসলামি বুদ্ধিজীবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগাতে চেয়েছেন।ফলে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, উপমা ও চিত্রকল্পের উপস্থাপনায় ইসলামি ঐতিহ্য চমৎকার ভাবে উঠে এসেছে।[৩২] অনুরূপভাবে কবি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়কেও তাদের ঐতিহ্যপুষ্ট মানবতার বাণীগত বৈশিষ্ট্য চর্চা ও ভারতমাতার অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি কামনা করে বলেছেন:

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,

অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত←[৩৩]

'খেয়া পারের তরণী' কবিতায় ভীরু-অসহায় বাঙালি মুসলিম সমাজকে সত্য-ন্যায়ের পথের সন্ধান দিয়ে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন।এ খেয়াপারের নৌকার যাত্রীরা সকলেই ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত; ফলে তাঁরা সকল প্রকার ভয়-ভীতি, বাঁধা-বিপত্তি-প্রতিবন্ধকতা সহজেই ডিঙিয়ে যাবে।কারণ এ নৌকায় হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) দাঁড়ি এবং স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কাণ্ডারি রূপে আসীন হয়েছেন:

আবুবকর উস্মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর←
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাড়ি-মুখে সারি গান - লা শরীক আল্লাহ←[৩৪]

'উমর ফারুক' কবিতায় হযরত উমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, জেরুযালেম অধিকার, খালেদের পদচ্যুতি, ভৃত্যের প্রতি সম্মান, রাতে নগর ভ্রমণ ও বায়তুল-মাল থেকে আটা-ঘি নিজে বহন করে দরিদ্র মাতার গৃহে আগমন, মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্রকে ক্ষমা না করে সাজা দেয়া, খলিফা হয়েও একটি মাত্র পিরান পরিধান করা ইত্যাদি অসামান্য কীর্তিগুলো তুলে এনে ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব ও গৌরবান্বিত অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে হতবিহবল বাঙালি মুসলিম সমাজকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন।কবি নজরুল ইসলাম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুভব করেন, ভারতবর্ষে ইসলামি রবির জ্যোতি ক্রমে ক্রমে মলিন হচ্ছে; হযরত উমরের মতো তেজোদীপ্ত, পরাক্রমশালী সত্য-ন্যায়ের শাসকের অভাবে বাংলার মুসলমান আসহাব-কাহাফের মতো দিন-রাত্রি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন:

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌ত বসিয়া করিছে শয়তান ইন্সাফ←
মোরা "আস্হাব-কাহাফে' 'র মতো দিবানিশা দিই ঘুম,
"মোর"র আজান কেঁদে যায় শুধু নিঃঝুম নিঃঝুম← ৩৫

'খালেদ' কবিতায় ইসলামি সেনানি খালেদের সত্য-ন্যায়ের পথে অসম সাহসিকতা, মরণপণ যুদ্ধ প্রসঙ্গ মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত হয়েছে।খালেদের মতো অকুতোভয় বীর পুরুষের অভাবে বাংলার মুসলিম সমাজ আজ সর্বদা বিপর্যস্ত; আল্লাহতাআলাকে ভুলে খ্রিস্টান-ইহুদি শাসকের পূজা করছে এবং শেরওয়ানী, চোগা, তস্বি, টুপি ইত্যাদির মতো ইসলামের বহিঃরঙ্গ বিষয় নিয়ে মেতে আছে।বিশ্বের সকল জাতি যেখানে

চাতুর্যও প্রতিভার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সেখানে মুসলিম জাতি ফিকাহ-হাদিসে বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছে এবং হানাফী ওহাবী লা-মজহাবীন দ্বন্দ্বে মত্ত রয়েছে:

খালেদ← খালেদ← রিরি করে বুকে পরাধীনতার ব্যথা←
বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে←
হান্ফী ওহাবী লা-মজহাবীর তখনো মেটেনি গোল।[৩৬]

'শাত-ইল-আরব'কবিতায় অতীত মুসলিম নর-নারী নির্বিশেষে সকলে ধর্মের আদর্শ রক্ষা, মানবতার পক্ষে, অসত্য- অনাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তার অপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়ে নিপীড়িত-বিপর্যস্ত বাঙালি মুসলিম তরুণদের নব জাগরণে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে:

শাতিল-আরব← শাতিল-আরব←← পূত যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।
যুঝেছে এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানি মিস্রি আরবি কেনানি;-
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ্ বেদুঈন্দের চাঙ্গা-শির←
নাঙ্গা-শিরশমসের হাতে, আঁসু-আঁখে হেথা মূর্তিদেখেছি বীর-নারীর←[৩৭]

কাজী নজরুল ইসলাম 'আজাদ; 'কোরবানী', 'মর্হরম', 'নিত্য প্রবল হও', 'জুলফিকার', 'রণ-ভেরী' ইত্যাদি কবিতায় বাঙালি মুসলিম সমাজের সম্মুখে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের গৌরবান্বিত অতীত ইতিহাস তুলে ধরে নবজাগরণে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন।কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-সম্মান যদি না থাকে তাহলে তাঁর বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই সর্বোৎকৃষ্ট।

পশুদের নির্জীবতার মধ্যে কোন অহমিকা নেই।'রণ-ভেরী' কবিতায় তিনি মনুষ্যত্বকে উঁচুতে ধরে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে গগণ বিদারী আহবান জানিয়েছেন:

তার জান্ যায় যাক, পৌরুষ তো মান যেন নাহি যায়←[৩৮]

'দুর্ব্বার যৌবন'কবিতায় বাঙালি মুসলিম তরুণ সমাজকে হৃদয়ের ভেতর ও বাইরের দীর্ঘদিনের ভ্রান্ত সংস্কারগুলো ভুলে মনুষ্যত্বকে সর্বাগ্রে স্থান দেবার আহবান জানিয়েছেন।এতে দেশ বিধর্মী-বিদেশিদের থেকে স্বাধীন না হলেও আত্মার মুক্তি ঘটবে।কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনুভব করেন স্বাধিকার অর্জনের গুরুত্বপূর্ণসোপান হলো মানবাত্মার মুক্তি:

জাগো উন্মাদ আনন্দে দুর্ম্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হ'ল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হ'বে।[১]

মুসলিম বিশ্ব দীর্ঘদিনের অধঃপতিত জীবনের পরে ইসলামের আদর্শরক্ষা ও আত্ম মুক্তির পথের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছে; অথচ বাঙালি মুসলিম জাতি মার খেয়ে মেষের মতো পড়ে আছে।মানবতার কবি নজরুল বাঙালি মুসলিম সমাজের এই পীড়ন সহ্য করতে না পেরে তাদের জাগরণের জন্যে 'উব্হ্-উম্মেদ' কবিতায় মহান আল্লাহু-তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছেন:

কশাই-খানার সাত কোটি মেষ
ইহাদেরই শুধু নাই কি ত্রাণ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই প্রাণ?
জেগেছে আরব ইরান তুরান
মরক্কো আফগান মেসের।
এয় খোদা← এই জাগরণ-রোলে
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের← ৪০

'ডুবিবে না আশা তরী', 'আল্লা পরম প্রিয়তর মোর', 'বকরীদ', 'চির নির্ভীক' ইত্যাদি কবিতায় স্রষ্টার প্রতি কবির ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে।বাঙালি মুসলিম সমাজকে আল্লাহু-তাআলার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস ও আস্থা রেখে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন।মহান আল্লাহু-তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে অপরিসীম ভালবাসেন।যদি সৃষ্টি আল্লাহু-তাআলার প্রতি অবিচল বিশ্বাস আরোপ করে তাঁর নির্দেশিত সত্য-ন্যায়ের পথে এগিয়ে যায় তাহলে আল্লাহু-তাআলা সৃষ্টির লক্ষ অর্জনের সকল বাঁধা-বিপত্তি-প্রতিবন্ধকতা সহজে দূর করে দেয়।কবি নজরুল 'একি আল্লার কৃপা নয়' কবিতায় আল্লাহু তাআলার প্রতি বিশ্বাস রেখে বাংলার ঘুমন্ত-অসহায় মুসলিম সমাজকে জেগে ওঠার আহবান করেছেন:

তাঁর শক্তিতে জয়ী হবে. ল'য়ে আল্লার নাম, জাগো←
ঘুমায়ো না আর, যতটুকু পার শুধু তাঁর কাজে লাগো←
অন্তরে তব উঠুক ঝলিস আল্লার তলোয়ার,
ভিতরের ভয় ঘুচিলে আসিবে এই হাতে আবার।[৭]

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার মানুষ, মাটি, দেশকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন।স্বাধিকার অর্জনে বাংলার মুসলিম জাতির নিরুত্তাপ তাঁর হৃদয়কে প্রতিনিয়ত যাতনা-বেদনা বিধুর করেছে।'শহিদী ঈদ' কবিতায় ভারত বর্ষের স্বাধিকারের জন্যে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর মতো জীবনকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গকরার কথা বলেছেন।তিনি অন্তরের পশুকে কোরবানী দিয়ে আল্লাহ-তাআলার জিকর না করে;

ইসলামের আদর্শ-রীতি প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করে বাহ্যিক ভাবে মুসলিম দাবি করাকে তিনি মোনাফেক, বে-দীন বলেছেন।তিনি একথা ভেবে বিচলিত হন যে, কেয়ামতের দিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ভারতবর্ষের ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কি জবাব দেবেন? তাই কবি লেখেন:

শুধাবেন যবে ওরে কাফের,
কি করেছ তুমি ইসলামের?
ইসলামে নিয়ে জাহান্নাম
আপনি এসেছ বেহেশত্ 'পরপুণ্য-পিশাচ← স্বার্থপর←
দেখাস্নেমুখ, লাগে শরম←[৪২]

'নবযুগ', 'আজাদ', 'জাগো সৈনিক আত্মা'ইত্যাদি কবিতায়ও হতাশাগ্রস্ত, মনোবলহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলিম জাতিকে নবপ্রাণ সঞ্চার করে বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জিহাদে শরীক হবার আহবান করেছেন। 'মোবারক' কবিতায় ব্রিটিশ শাসন-শোষকের দাসত্ব করার চেয়ে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গতদ্পেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে অনুভব করেন।তিনি আল্লাহ-তাআলা ব্যতীত অন্য কারোর কাছে মাথা নত না করার জন্যে বাংলার মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন:

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জ্জা উর্দ্ধেজেনো;
চাপ্রাশির ঐ তক্মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো←
আল্লার কাছে কখনো চেয়োনা ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু←[৪৩]

বিশ্বের সকল জাতি আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিশ্ব দরবারে আসীন হচ্ছে।অথচ বাঙালি মুসলিম জাতি সর্বদা আপন শক্তিকে হতাশার চাদরে ঢেকে প্রতিনিয়ত নিমজ্জিত হচ্ছে।তারা এটা ভুলে গিয়েছেন যে, আপনার অধিকার সম্পর্কেআপনাকেই সচেতন হতে হবে।'অগ্র-পথিক' কবিতায় তরুণ-তরুণী, কুলি, মজুর, কারাবন্দীসহ আত্মপীড়িত মানবাত্মাকে আপন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আল্লাহ-তাআলার প্রতি অটুট বিশ্বাস রেখে অধিকার আদায়ে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছে বলেছেন:

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ←
ওরে ত্বরা কর← ছুটে চল্ আগে আরো আগে←[৪৪]

'ঈদ মোবারক'কবিতায় শোষণ-নিপীড়ন, লাঞ্চনা-বঞ্চনা বিহীন সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আল্লাহ-তাআলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালি মুসলিম তরুণদের বেড়িয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছেন।আল্লাহ-তাআলার সৃষ্টি এ বিশ্ব জমিনে প্রদত্ত নিয়ামত সমূহে সকলের সমঅধিকার রয়েছে।অথচ কিছু সংখ্যক মানুষ কুটকৌশলে

কিংবা গায়ের জোরে সাধারণ মানুষের সম্পদ সমূহ লুটে নিচ্ছে।তাই কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে অসাম্য, নিপীড়ক, অসত্যের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন।ইসলামি আদর্শে ছোট-বড়, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই; সমবন্টণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধনিক প্রথা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয়েছে।সুখ-দুঃখ সকলে সমভাবে ভাগ করে নেবার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন:

আজি ইসলামী-ডঙ্কা গরজে ভরি′ জাহান,
নাই বড় ছোট - সকল মানুষ এক সমান,
.....
ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সমভাগ ক′রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের←[৪৫]

আলোচনার প্রেক্ষিতে একথায় উপনীত হতে পারি যে, কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামের শাশ্বত মর্মবাণীর, মানবতার কবি, দেশপ্রেমিক কবি, অসহায়-লাঞ্চিত-নিপীড়িতদের পক্ষে প্রতিবাদী কবি।তিনি ভারতভূমিকে বিদেশি বেনিয়া ব্রিটিশ শাসন-শোষণ-নিপীড়ন হতে মুক্ত করার প্রয়াসে সকল সম্প্রদায় ও পেশার মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন।বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজকে।এছাড়াও তাঁর কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরীতা পরিহার; ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্ব তথা মানবতার শাশ্বত চেতনাগুলো প্রকাশ-প্রচারের পাশাপাশি শোষকদের শোষণের মুখাবয়ব উন্মোচিত করার দায়বদ্ধতা থেকে কাব্য রচনা করেছেন।ফলে ব্রিটিশ শোষকদের বিরাগভাজন হয়ে নির্যাতন, কারাবরণ, বই বাজেয়াপ্তসহ নানা ভাবে অত্যাচারিত হয়েও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি।তিনি ইসলামের সঠিক আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসী তথা বাঙালি মুসলিম সমাজের কুসংস্কার-ভÐামির চিত্র উন্মোচন করেছেন।কৃষক, শ্রমিক, জেলেসহ সমাজের নিপীড়িত অধিকার বঞ্চিত মানুষের প্রতি ধনিক শ্রেণির বৈরি মনোভাব দূর করার সাথে সাথে সাধারণ মানুষের আত্মোন্নয়নে সচেষ্ট থেকেছেন।এজন্যই ভারতবাসীকে তথা সকল ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশাগত বাঙালি মানুষকে সংস্কৃতি-সভ্যতার সারমর্মমন্থন করে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২৩৪।
২. আরজুমন্দ আরা বানু সম্পাদিত, সাম্যবাদী (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮), পৃ. ৯।
৩. তদেব, পৃ. ৭।
৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
৫. তদেব পৃ. ১০৩।
৬. তদেব, পৃ. ৯৯।
৭. তদেব, পৃ. ৪৬৩।

৮. তদেব, পৃ. ১২৫।
৯. তদেব, পৃ. ৪৬২।
১০. তদেব, পৃ. ১০।
১১. তদেব, পৃ. ৩১০।
১২. তদেব, পৃ. ১৪০।
১৩. তদেব, পৃ. ১৫২।
১৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৭০।
১৫. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৯।
১৬. কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭), পৃ. ১৯।
১৭. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৩।
১৮. তদেব, পৃ. ৫৪০।
১৯. তদেব, পৃ. ২৯০।
২০. তদেব, পৃ. ২৮১।
২১. আবদুল আজিজ আল্-নোমান সম্পাদিত, নজরুল রচনা সম্ভার, তৃতীয় খন্ড (কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮১), পৃ. ১৪৯-৫০।
২২. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ.৩৭১।
২৩. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৪৯।
২৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।
২৫. কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭), পৃ. ২৩।
২৬. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।
২৭. তদেব, পৃ. ২৩৪।
২৮. তদেব, পৃ. ৩৩৪।
২৯. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।
৩০. তদেব, পৃ. ৯৫।
৩১. তদেব, পৃ. ৯৮।
৩২. জি. এম. হালিম সম্পাদিত, নজরুল মানস সমীক্ষা, প্রথম খন্ড, (ঢাকা, পূবালী প্রকাশনী, ১৯৬৮), পৃ. ৫৩-৫৪।
৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম, অগ্নিবীণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৩৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
৩৫. তদেব, পৃ. ৪৬৬।
৩৬. তদেব, পৃ. ৪৩৭।

৩৭. তদেব, পৃ. ৩৪।
৩৮. তদেব, পৃ. ৩১।
৩৯. আবদুল আজীজ আল্-নোমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
৪০. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।
৪১. আবদুল আজীজ আল্-নোমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।
৪২. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৪৩. আবদুল আজীজ আল্-নোমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
৪৪. আবদুল কাদির সম্পাদিত, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।
৪৫. তদেব, পৃ. ৪৫৬।